NUTRITION *in* CITY ECOSYSTEMS

পলিসি, এডুকেশন এবং স্কেল আপ

শহরগুলো থেকে অর্জিত শিক্ষা বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যান্য শহরে এর পুনরাবৃত্তি

Swiss TPH
Swiss Tropical and Public Health Institute

ETH zürich

sightandlife

SAF Sustainable Agriculture Foundation

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

বর্তমান বিশ্বে ৮০০ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য যে খাদ্য ব্যবস্থা রয়েছে তা এই জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা মেটাতে এবং সরবরাহ করতে পারছে না। বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা কোনও না কোনও ধরণের অপুষ্টিতে ভুগছে এবং অনেক দেশই সামাজিক প্রেক্ষাপটে অতিপুষ্টি, অপুষ্টি এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি এই তিন ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

দিন দিন মানুষ শহরমুখী হচ্ছে যার ফলে খাদ্য ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জগুলো আরও বাড়ছে। মানুষের খাবার গ্রহণ ও পরিবেশনের ধরণেও পরিবর্তন এসেছে, যেমন অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার, যা খুব সহজেই এখন পাওয়া যাচ্ছে, এগুলোতে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে, মানুষের খাদ্য আচরণে পরিবর্তন আসছে এবং এতে করে শহরাঞ্চলের খাদ্যাভ্যাসে একটি বদঅভ্যাস তৈরি হয়েছে। এর সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় এবং পরিবেশ দূষণের ক্ষতিও দ্রুত এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ক্ষতি বাড়িয়ে তুলছে।

নিউট্রিশন ইন সিটি ইকোসিস্টেমস (NICE) প্রকল্প বাংলাদেশ (দিনাজপুর ও রংপুর), কেনিয়া (বুঙ্গোমা ও বুসিয়া) এবং রুয়ান্ডা (রুবাভু ও রুসিজি), ছয়টি সেকেন্ডারি শহরে এ্যাগ্রোইকোলজির মাধ্যমে পুষ্টিকর খাবার উৎপাদনের সরবরাহ এবং চাহিদা বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের কাজ করছে। NICE প্রকল্প স্থানীয় সরকারের সাথে কৃষি, খাদ্য এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সম্পৃক্ততা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোগকে সহজ করার জন্য, বিশেষ করে নারী এবং যুব উদ্যোক্তাদের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে সেকেন্ডারি শহর পর্যায়ে কাজ করছে।

অংশগ্রহণমূলকভাবে নির্দিষ্টকৃত ফুড ভ্যালু চেইনের জন্য বর্ধিত ও উন্নত উৎপাদন এবং চাহিদা বৃদ্ধিতে NICE প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

সেকেন্ডারি শহর হল ভৌগোলিকভাবে নির্ধারিত সীমানার মধ্যে গঠিত একটি নগর ব্যবস্থা, যা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনের সমন্বয়ে সরকার, পরিবহন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সাধারণত, সেকেন্ডারি শহরগুলোর জনসংখ্যা একটি দেশের বৃহত্তম শহরের ১০-৫০% এর মধ্যে থাকে।

সূত্র: বিশ্বব্যাংক

ফারমার্স হাবগুলোর মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত করা এবং এগ্রোইকোলজি এবং গ্যাপ প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির পাশাপাশি, ভোক্তাদের লক্ষ্য করে জনসাধারণের পুষ্টি শিক্ষা এবং সামাজিক আচরণ পরিবর্তন প্রচারণা চালানো হয়। এর সাথে, খাদ্য ব্যবস্থা পরিচালনার সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতায়ন ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আরও ভাল সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। NICE-প্রকল্প এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড হচ্ছে পিয়ার-লার্নিং এবং নলেজ শেয়ারিং সেশন যা খাদ্য ব্যবস্থায় সক্রিয় ব্যক্তিদের জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে অর্থপূর্ণ খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতায়ন উন্নয়ন এবং অনুপ্রেরণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে কাজ করে।

এই লিফলেটটি NICE-প্রকল্প এর পিয়ার-লার্নিং সম্পর্কিত কাজ বিষয়ে আরও তথ্য উপস্থাপন করে যার লক্ষ্য হল শহুরে জনসংখ্যা-নির্দিষ্ট ফুড সিস্টেমের সূচকগুলোর তথ্য শহর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহায়তা দেওয়া *(চিত্র ১)*।

আউটকাম

১ **গভর্নেন্স**

উন্নত পুষ্টির জন্য খাদ্য ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে নারী ও যুবসমাজ নগর গভর্নেন্সের কাঠামোতে সংযুক্ত করা।

২ **সহজলভ্যতা, উৎপাদন এবং ভ্যালু চেইন**

নগরবাসী এগ্রোইকোলজি পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদিত পুষ্টিকর খাবারের অতিরিক্ত সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে।

৩ **চাহিদা বৃদ্ধি**

নগরবাসীর জ্ঞান বৃদ্ধি এবং কৃষি-পরিবেশগত পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের চাহিদা তৈরি।

৪ **পলিসি, এডুকেশন এবং স্কেল আপ**

শহরগুলোর ভেতরে এবং অন্যান্য শহরগুলোর সাথে আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে নলেজ হাব কার্যকরী, এছাড়াও এগুলো শহর-গ্রামীণ খাদ্য পরিবেশ গঠনে এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করতে সহায়তা করে।

চিত্র ১: NICE প্রকল্পের চারটি প্রধান আউটকাম

লার্নিং এবং স্কেল-আপের কৌশল

NICE ছয়টি শহরের ফুড সিস্টেমে সক্রিয় ব্যক্তিদের NICE প্রকল্পের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য এরকম প্রকল্প থেকে জ্ঞান এবং শিক্ষা নিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করেছে। এর লক্ষ্য স্থানীয় ফুড সিস্টেমের স্বত্ত্বাসমূহের ক্ষমতায়ন করা যাতে তারা অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে প্রভাবশালী পরিবর্তন আনতে পারে, যাতে নীতিকে প্রভাবিত করে উন্নত পুষ্টির জন্য স্থানীয় ফুড সিস্টেমের উপর আরও উল্লেখযোগ্য এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলা যায়। এটি অর্জনের জন্য একাধিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ডকুমেন্টেশন করা হয়, যা পরবর্তীতে নলেজ সেন্টারগুলোর মাধ্যমে ভাগ করা হয় *(চিত্র ২)*।

এই শিক্ষণ কৌশলের একটি মূল কার্যকলাপ হল পিয়ার-লার্নিং কর্মশালা আয়োজন করা। পিয়ার-লার্নিং একটি সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তিরা সক্রিয়ভাবে একে অপরের সাথে জ্ঞান এবং অভিমত বিনিময় করে, পারস্পরিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে। পিয়ার-লার্নিং কর্মশালাগুলো এলাকাভিত্তিক অভিজ্ঞতা এবং অ্যাডভোকেসির মধ্যে ব্যবধান পূরণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আরও সুপরিকল্পিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতির সুবিধা প্রদান করে। সাধারণত পিয়ার-লার্নিংয়ে জড়িত ব্যক্তিরা একই ধরণের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সদস্য বলা যায়। NICE পিয়ার-লার্নিং-এ, "পিয়ার" বলতে মূল স্টেকহোল্ডারদের বোঝায় যারা একটি নির্দিষ্ট শহরের ফুড সিস্টেমের সাথে জড়িত [টপিং এট অল., 2017]।

এগ্রোইকোলজির অনুশীলন কৃষিক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কৃষি চর্চার ধারণাকে (টেকসই কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার নকশা ও ব্যবস্থাপনায় ইকোলজিক্যাল ও সামাজিক ধারণা এবং নীতিমালার ব্যবহার) প্রয়োগ করে। NICE বিশেষভাবে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থার গঠনকারী ১০টি প্রধান এ্যাগ্রোইকোলজিক্যাল উপাদানের মধ্যে পাঁচটি কেন্দ্র করে কাজ করছে- : দক্ষতা, পুনর্ব্যবহার, বৈচিত্র্য, অভিযোজনক্ষমতা এবং সংস্কৃতি ও খাদ্য ঐতিহ্য।

উৎস: এফএও

পুষ্টিকর খাবার হলো এমন খাবার যা গ্রহণের পর গ্রহণকারীর জন্য উপকারী পুষ্টি (যেমন ভিটামিন, প্রধান এবং ট্রেস খনিজ, অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড, অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড, খাদ্যতালিকাগত ফাইবার) সরবরাহ করে, তবে সেসব খাবারে সম্ভাব্য ক্ষতিকারক উপাদানগুলো (যেমন অপুষ্টিকর উপাদান, স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং শর্করার পরিমাণ ইত্যাদি) কম থাকে।

সূত্র: GAIN

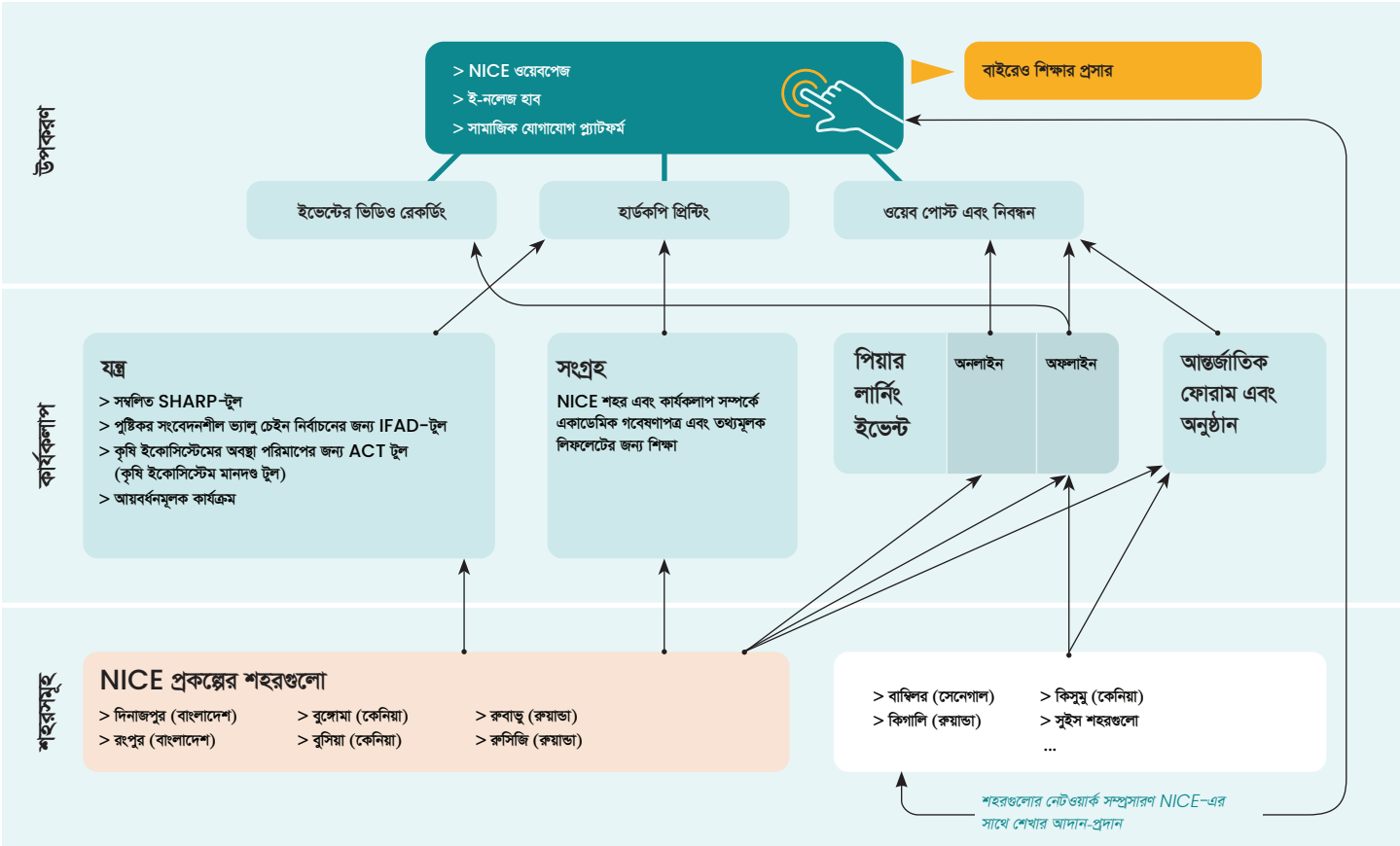

চিত্র ২: NICE-এ শেখার সঞ্চালন

ফোকাস:
NICE শহর থেকে শহর অনলাইন পিয়ার-লার্নিং রোডম্যাপ

NICE প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর প্রায় দুই ঘন্টা ধরে বিভিন্ন অনলাইন এবং হাইব্রিড কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালাগুলোকে অগ্রসরমান ভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতিটি কর্মশালার শেষের দিকে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে দেয়। কর্মশালার বিষয়বস্তু ফুড সিস্টেমের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে পুষ্টি এবং কৃষি ইকোসিস্টেমের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়। কর্মশালার ইনপুটগুলোতে থিওরি এবং কেস স্টাডি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি, পাশাপাশি শহরগুলোতে NICE শিক্ষার উপর মুখ্য অংশগ্রহণমূলক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে (চিত্র ২)।

অনলাইন পিয়ার-লার্নিং সেশনগুলো ইটিএইচ জুরিখের দুটি বিভাগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়: টেকসই এ্যাগ্রোইকোসিস্টেমস গ্রুপ এবং ওয়ার্ল্ড ফুড সিস্টেম সেন্টার। ফুড সিস্টেম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের প্রভূত জ্ঞান আছে। শহরগুলোর স্থানীয় ফুড সিস্টেমের সাথে প্রাসঙ্গিক কর্মীগণ, ফুড সিস্টেমের তত্ত্ব এবং কেস স্টাডি অভিজ্ঞতা শেয়ার করে নেওয়ার এবং তার উপর আলাপচারিতা করার জন্য বহিরাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং NICE প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডাররা এই সেশনগুলোর আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারী।

স্থানীয় পর্যায়ে, বাংলাদেশ, কেনিয়া এবং রুয়ান্ডার দলগুলো, যার মধ্যে দেশ এবং শহর ব্যবস্থাপকরা রয়েছেন, ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় NICE শহর সরকারের প্রতিনিধিরা নিয়মিতভাবে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন, যেমন NICE দেশগুলোর অন্যান্য অনুরূপ শহরের প্রতিনিধিরা এবং NICE কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী স্থানীয় অংশীদাররা।

বিশ্বব্যাপী, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন (GAIN) এবং ইটিএইচ জুরিখের সাথে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান, যারা পুষ্টি, এগ্রোইকোলজি , নগর ফুড সিস্টেম, অথবা পাবলিক প্রকিউরমেন্টে বিশেষজ্ঞ, তারা পিয়ার-লার্নিং সেশনের ভিত্তি তৈরি করে। প্রতি বছর, ইটিএইচ জুরিখ ফুড সেফটি কোর্সের শিক্ষার্থীরা পিয়ার-লার্নিং সেশনে অবদান রাখে, যা আলোচনায় একটি উল্লেখ্য ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা নিয়ে আসে। এই বিভিন্ন ধারণা সমন্বয়ের কৌশল NICE প্রকল্পের পিয়ার-লার্নিং নেটওয়ার্কের মধ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করে।

পুষ্টি, এগ্রোইকোলজির, শহরের ফুড সিস্টেম, অথবা সরকারি ক্রয়-বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন ইটিএইচ জুরিখ, পিয়ার-লার্নিং সেশনের শুরুটা করে। প্রতি বছর, ইটিএইচ জুরিখ ফুড সেফটি কোর্সের শিক্ষার্থীরা পিয়ার-লার্নিং সেশনে অবদান রাখে, যা আলোচনায় একটি চিন্তাশীল এবং প্রগতিশীল ধারা তৈরি করে। এই বিভিন্ন ধারণা সমন্বয়ের কৌশল NICE প্রকল্পের পিয়ার-লার্নিং নেটওয়ার্কের মধ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করে।

একটি সাধারণ অনলাইন পিয়ার-লার্নিং সেশনে, গ্রুপ গুলো বিভিন্ন শহরের অংশগ্রহণকারীদের মিশ্রণে ব্রেক-আউট রুমে বিভক্ত থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি, সুবিধাভোগীদের প্রতিক্রিয়া, শেখা পাঠ এবং বিদ্যমান ফাঁকগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া হয় এবং আলোচনা করা হয়। ব্রেক-আউট রুমের মধ্যে সুবিধা প্রদানের জন্য ভার্চুয়াল বোর্ডের মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করা যায়। ফ্যাসিলিটেটরগণ সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্রেক-আউট গ্রুপ থেকে প্রতিক্রিয়া জেনে নেন এবং কিছু সমাপনী মন্তব্য প্রদান করেন। NICE পিয়ার-লার্নিং এজেন্ডা বার্ষিক পর্যালোচনার উপরে অংশগ্রহণকারীদের এবং NICE নেতৃত্ব দলের প্রতিক্রিয়া প্রভাব রাখে।

NICE পিয়ার-লার্নিং সেশনের বিষয়ভিত্তিক রোডম্যাপ:

১. স্থায়িত্ব এবং অভিযোজনক্ষমতার জন্য মূল্যায়ন সরঞ্জাম
২. NICE প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতার সমন্বয়
৩. এগ্রোইকোলজির সাথে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সংযোগ স্থাপন
৪. এগ্রোইকোলজির মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ধরণ
৫. কেনিয়ার বুসিয়াতে ৫ দিনব্যাপী পিয়ার-লার্নিং কর্মশালা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই কর্মশালার মূল বিষয়বস্তু ছিল শাসন, চাহিদা এবং সরবরাহ ।
৬. এগ্রোইকোলজির সামাজিক নীতি: NICE শহরগুলোতে কার্য্যক্রম পরিচালনা উন্নয়নে সহকর্মী-শিক্ষা কার্যক্রম।
৭. এগ্রোইকোলজির পরিমাপ: এগ্রোইকোলজি ক্রাইটেরিয়া টুলের চমৎকার ফলাফল
৮. খামার থেকে প্লেট পর্যন্ত: ফুড সিস্টেমের বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

বাংলাদেশে গোলটেবিল বৈঠকসমূহ

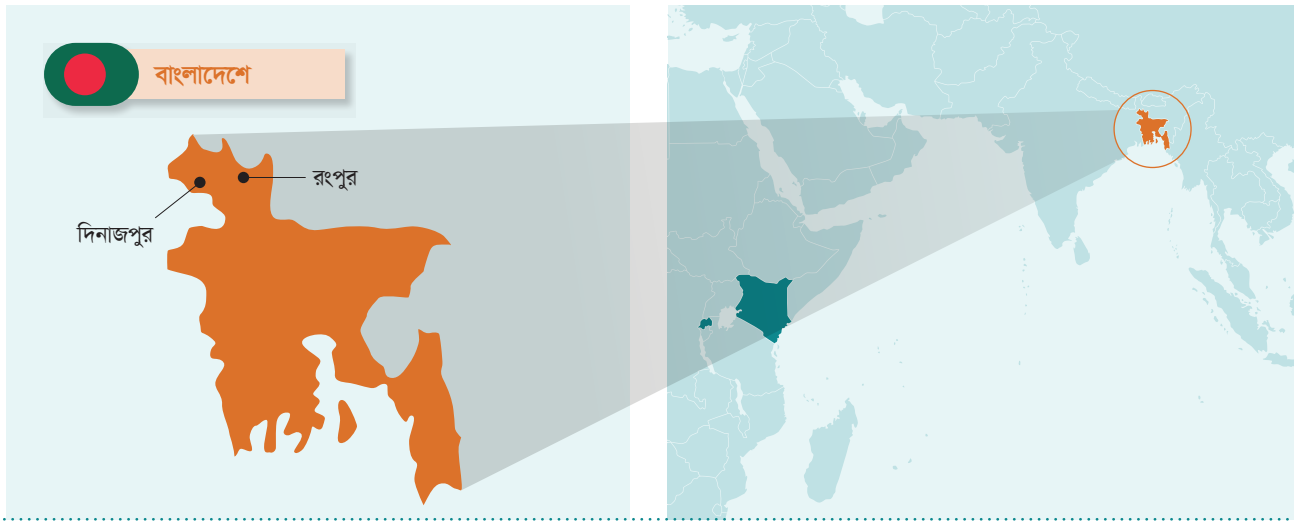

চিত্র ৪: ২০২৩ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের ঢাকায় সেকেন্ডারি শহরগুলোতে পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য কৃষি ফুড সিস্টেমের রূপান্তরে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিষয়ক গোলটেবিলের পুরো প্যানেল

ফুড সিস্টেমের বিষয়গুলোতে উন্মুক্ত সংলাপ সামনে আনার জন্য গোলটেবিল বৈঠক একটি কার্যকর উপায়। ফুড সিস্টেমের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংগঠিত হয়ে, তারা একটি বিষয়ে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারে এবং কার্যকর উপায়গুলো সামনে আনতে পারে।

বাংলাদেশে, NICE প্রকল্পের উদ্যোগে এ পর্যন্ত চারটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২২ সালের অক্টোবরে, ঢাকায় প্রথম গোলটেবিল বৈঠকটি "পুষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ শহর তৈরি: বহুক্ষেত্রীয় প্ল্যাটফর্মের ভূমিকা" এই প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর, আরও দুটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; একটি দিনাজপুরে এবং অন্যটি ২০২৩ সালের জুনে রংপুরে, যার বিষয় ছিল: "শহরের ফুড সিস্টেমের মাধ্যমে নগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি।" ২০২৩ সালের মার্চ মাসে, ঢাকায় অনুষ্ঠিত আরেকটি গোলটেবিল বৈঠকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরগুলোতে পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য কৃষি ফুড সিস্টেমের রূপান্তরে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই লিফলেটে, আমরা পরবর্তী গোলটেবিল বৈঠক থেকে অর্জিত জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব।

গোলটেবিল হলো এমন একটি দলগত আলোচনা যেখানে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন যারা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বা আলোচনা করেন যা সাধারণত আগে থেকেই চিহ্নিত করা থাকে। একটি গোলটেবিলের মূল নীতি হল সকল অংশগ্রহণকারীর সমান অবস্থান থাকা।

উৎস: পার্টিসিপেডিয়া, "রাউন্ডটেবিল আলোচনা। পদ্ধতি।" সর্বশেষ দেখা হয়েছে: ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৩। [অনলাইন]। পাওয়া যাবে: https://participedia.net/method/5309

কৃষি ফুড সিস্টেমের রূপান্তর এবং পুষ্টি বৃদ্ধিতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার একটি মূল লক্ষ্য ছিল কৃষি ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশী নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া, যার মধ্যে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং অভিযোজন ক্ষমতার উপর জোর দেওয়া হয়। এই নারীদের সামনে আসা প্রতিবন্ধকতা এবং তা দূর করার উপায় খুঁজে বের করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাস, সুইস ট্রপিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট, ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ, সাইট অ্যান্ড লাইফ, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট সহ বিভিন্ন সংস্থা এবং সেক্টরের প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট বক্তাদের একটি প্যানেল উপস্থিত ছিল।

চিত্র ৫: ঢাকায় সেকেন্ডারি শহরগুলোতে পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য কৃষি ফুড সিস্টেমের রূপান্তরে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিষয়ক একটি গোলটেবিল বৈঠকে বাংলাদেশের কৃষি ফুড সিস্টেময় নারী ও যুব ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাংলাদেশে অবস্থিত সুইস দূতাবাসের সৈয়দা জিনিয়া রশিদের অংশগ্রহণে একটি মূল্যবান বক্তব্য।

সেকেন্ডারি সিটিগুলোতে পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য কৃষি ফুড সিস্টেমের রূপান্তরে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিষয়ক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত মূল ফলাফল এবং পরবর্তী পদক্ষেপ:

> সমগ্র খাদ্য পরিবেশের একটি বিস্তৃত মূল্যায়নের ভিত্তিতে কৃষি-ফুড সিস্টেমের গভর্নেন্সে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা।

> লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে নারী কৃষকদের তাদের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং আয়ের উপর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করা।

> আধুনিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রযুক্তিতে নারীদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা।

> একটি সুস্থ প্রজন্মের জন্য নারী, যুবসমাজ এবং শিশুদের সুষম এবং পুষ্টিকর খাদ্যের সুযোগ নিশ্চিত করা।

> ক্ষুদ্র কৃষক নারী কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

> পরবর্তী প্রজন্মের উৎসাহী, শিক্ষিত এবং প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান কৃষকদের জন্য বিনিয়োগ করা।

> কৃষক, নারী এবং যুবকদের সম্পৃক্ত করে পুষ্টি শিক্ষার বিকাশ ঘটানো।

"... বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তির ৫০-৬০% নারী, তারা এখনও সম্পদ, পরিষেবা, উপকরণ এবং জমি ও পশুপালনের মতো উৎপাদন সম্পদের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই লিঙ্গ বৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা নারী কৃষকদের তাদের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং তাদের আয়ের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতায়নের জন্য সমাধান করা আবশ্যক।"

সৈয়দা জিনিয়া রশীদ (সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশ দূতাবাস)

"... বাংলাদেশের নারী কৃষকরা নিজেদের কৃষক হিসেবে পরিচয় দেন না বরং তাদের পুরুষ পরিবারের সদস্যদের সাহায্যকারী হিসেবে পরিচয় দেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারীদের নিজেদের কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে জমির মালিকানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

রোকেয়া আক্তার (জেন্ডার এক্সপার্ট, এফএও)

"খাদ্য গ্রহণের অভ্যাসে প্রক্রিয়াজাত খাবারের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি খাতে মহিলাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের এক চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।"

পেদ্রো আন্দ্রেস গারজন ডেলভাক্স (ফুড সিস্টেম নীতি অর্থনীতিবিদ, এফএও)

সূত্র:

কে. টপিং, সি. বুচস, ডি. ডুরান, এবং এইচ. ভ্যান কিয়ার, কার্যকর পিয়ার লার্নিং: নীতিমালা থেকে ব্যবহারিক বাস্তবায়ন পর্যন্ত। টেলর এবং ফ্রান্সিস, ২০১৭।

পার্টিসিপিডিয়া, "গোলটেবিল আলোচনা। পদ্ধতি।" সর্বশেষ দেখা হয়েছে: ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৩। [অনলাইন]। উপলব্ধ: https://participedia.net/mইটিএইচod/5309।

বাংলাদেশ থেকে ছবি: © সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, Sophie van den Berg/NICE

উল্লেখ্য যে, যে সকল অংশগ্রহণকারীর ছবি প্রকাশিত হয়েছে তারা তাদের স্পষ্ট সম্মতি দিয়েছেন।

লেখনী: ইটিএইচ জুরিখ এবং সোফি ভ্যান ডেন বার্গ কনসাল্টিং

NICE প্রকল্পটি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন দ্বারা সমর্থিত এবং একটি পাবলিক-প্রাইভেট কনসোর্টিয়াম দ্বারা বাস্তবায়িত হয় যার মধ্যে রয়েছে সুইস ট্রপিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট, ইটিএইচ জুরিখ এবং সাইট অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন।

আরও তথ্য **NICE** ওয়েবপেজে পাওয়া যাবে : ❯ *nice-nutrition.ch*

Status: September 2024